দামুড়হুদার চিৎলায় আওয়ামীলীগের শান্তি-উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার চিৎলার মোড়ে শান্তি-উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও অবৈধ হরতাল-অবরোধের প্রতিবাদে দামুড়হুদার চিৎলার মোড়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের আয়োজনে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ত্র্যাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মো হাশেম রেজা।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৫নং ওয়ার্ড সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মো আইন উদ্দিন মন্ডল, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ইন্নাল শেখ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী, জীবননগর উথলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি সরফরাজ আলী, মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের ১নং ওয়ার্ড সভাপতি শরিফ উদ্দীন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা আবু কাইজার মাস্টার, মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা আবেদ বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা পিজির আলী, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা জসিম উদ্দিন খান, আওয়ামী লীগ নেতা জান মোহাম্মদ, আবদুল হামিদ, জীবননগর পৌর যুবলীগের সাবেক সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন মিন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি নাসির উদ্দীন।

এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবি, মশিউর রহমান তুশার, রিংকু, শাকিল আহমেদ, বকুল ও আ:কুদ্দুস প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুরে বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে সৈচ্চার হতে হবে। তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। বিএনপি পুলিশ, সাংবাদিক ও আনসার মারা রাজনীতি করছে। দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, দেশকে পিছিয়ে ফেলার লক্ষ্যে তারা আগুন সন্ত্রাসী করছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো আদর্শের পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আপনারা নির্বাচনে আসেন, ইতিপূর্বে মত মনোনয়ন বাণিজ্য আর হচ্ছে না। দেশে দ্রব্যমূল্য যেমন বেড়েছে তেমনি মানুষের মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। এদেশে না খেয়ে মরার মত কোন মানুষ নেই, হয়ত কিছু মানুষ কষ্টে থাকতে পারে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তৃণমূল নেতারা জান-মালের ক্ষতি করে চলেছে।

তিনি আরো বলেন, দচুয়াডাঙ্গা জেলার মাটি আওয়ামীলীগের ঘাটি হিসেবে আবারো প্রমাণ করতে হবে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। আপনারা সরকারের উন্নয়নের চিত্র সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরবেন। বিএনপি ক্ষমতায় থেকে এতিমের টাকা মেরে খেয়েছে। তাদের ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কুয়ো কেটে কুমির নিয়ে আসবে। এমনটা কোনদিনও বিএনপির স্বপ্ন পূরণ হবে না। গত ১৫ বছরে দেশের আমূল পরিবর্তন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মেট্রোরেল দেশের মানুষ কখনো স্বপ্নেও দেখেননি। এখন উত্তর থেকে মতিঝিলে ৪৫ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায়। পদ্মাসেতু হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায়

যেতে ৩ ঘন্টার উর্ধে লেগেছে। যা ইতোপূর্বে ৬/৭ ঘন্টা লেগে যেতো। আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, অশান্তি কখনো মেনে নিবো না। বিএনপি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা বিদেশী প্রভুদের উপর নির্ভরশীল। আমরা নির্বাচন করবো, জামায়াত-বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না। আমার লক্ষ্য এই এলাকার মানুষকে স্ব-নির্ভর হয়ে দেখতে চাই। আমি সবাইকে নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে চাই। ঘুষ-দুর্নীতি ও মাদক মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়তে চায়। আমি ৫ বছরে চুয়াডাঙ্গার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।

শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়াদ্দার সুলতানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন সাইফুল ইসলাম ও রেজাউল ইসলাম বাবু।

চুয়াডাঙ্গায় ত্রি জেলা গরুর মেলাকে ঘিরে জমকালো আয়োজন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের সবথেকে বড় গরুর মেলা। বিডিএফএ এর আয়োজন ত্রি জেলার গরুর মেলায় অংশগ্রহণ করছে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার বড় ছোট মিলে খামারের মালিকগণ।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, এ ধরনের মেলার আয়োজনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া খামারীরা কিছু শিখবে যা পরবর্তীতে তাদের খামার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। মেলার মাধ্যমে সবাই গরুর বিভিন্ন জাত সর্ম্পকে জানতে পারবে। বাংলাদেশের মাংসের যে চাহিদা তা মেটানোর উদ্দেশ্যেই মেলার আয়োজন। এখান থেকে উদ্যোক্তা তৈরি হবে। বর্তমানে দেশে গোখাদ্যের দাম কমানোর জন্য সরকার কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ খাতটা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় সে লক্ষ্যে এই মেলা সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র খামারিদের সুখ-দুঃখ সেভাবে উঠে আসে না। এ মেলার মাধ্যমে খামারিরা নীতি-নির্ধারকদের কাছে তাদের সমস্যা তুলে ধরবেন। এ ছাড়া সারা দেশের খামারিদের সঙ্গে শক্ত মেলবন্ধন তৈরির জন্যই এমন

আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূলের খামারিদের উৎসাহ দেওয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরতেই গরু মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রামের পর বিডিএফের চতুর্থতম আয়োজনে গরুপালনের রাজধানী হিসেবে খ্যাত চুয়াডাঙ্গার প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের উৎসাহ দেয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরতেই এই গরু মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এ সময় তিনি আরও ,বলেন বিভাগীয় শহর বাদে এই প্রথম কোন জেলা শহরে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মাস এসোসিয়েশনের আয়োজনে এই ত্রি জেলা গরু মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারাদেশের ৩ হাজারের বেশি খামারি এতে অংশ নেন। মেলার গরুর র্যাম্পে হেঁটে বেড়িয়েছে গরু। এছাড়াও মেলায় তোলা হয় ২৫২ টি বিভিন্ন জাতের গরু।

চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলার রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত খামারিদের গরু প্রদর্শন, বিক্রি ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মেলাটি শুক্রবার ও শনিবার দিনব্যাপী চলবে।
মেলায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে দু’দিনব্যাপী উন্নত জাতের গরু তৈরির জন্য ভালো জাত নির্বাচন কম দামে গরুর সুষম খাদ্য তৈরি এবং মোটাতাজা করনের পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা দুটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক,চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার সহ আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক নিয়মিত সাহিত্য আসরের ১৫১২ তম পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সাড়ে ছয়টার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয় ।

১৫১২ তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, আবু নাসিফ খলিল, হুমায়ুন কবীর, বনলতা,শহিদুল ইসলা, ডা.তোফাজ্জল হোসেন,কামাল হোসেন,শিরোনাম মেহেদী,আশিকুজ্জামান আসাদ,,হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, গুরু কাজল, সুমন ইকবাল, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহয়োগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ ।

ইংরেজি সাহিত্যের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান। চিরায়ত সাহিত্য থেকে অভিনয় করেন নটরাজ হারুন অর রশিদ ।

অতিথি হিসেবে অনুভূতি ব্যক্ত করেন জাতীয় শ্রমিকলীগের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা আফজালুল হক বিশ্বাস এবং সহ সভাপতি আব্দুস সালাম।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহিদুল রনি, বাঁধন মুন্সি,বেঙ্গলী,আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ।অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জীবননগরে শিক্ষারমান উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা

জীবননগর উপজেলায় শিক্ষারমান উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকার ব্যাপক উন্নয়ন করেছে।এক সময় জীবননগর উপজেলার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃষ্ঠির সময় শিক্ষাথীরা লেখাপড়া করতে পারতো না ।বতমান সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর জীবননগর উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন উন্নতমানের ভবন পেয়েছে রাস্তাঘাট উন্নয়ন হয়েছে।শিক্ষকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে শেখ হাসিনা সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার ।এ সময় তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবারো বর্তমান সরকারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনতে সর্বান্তক সহযোগীতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মোর্তুজা, জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম, জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, উপজেলা শিক্ষা অফিসার জালাল উদ্দীন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আমজাদ হোসেন, জীবননগর থানার ওসি এস.এম জাবীদ হাসান, বাঁকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, হাসাদাহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান তাহাজ্জত হোসেন মীজা, হাসাদাহ ফাযিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাও: আক্তারুজ্জামান, জীবননগর সরকারি আদশ মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল হক, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ জসিম উদ্দনি জালাল, উথলী মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল আকরাম হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সাবিক পরিচালনা করেন, উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী সড়কের খাড়াগোদা চিত্রানদীর উপরে নতুন ব্রিজের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা সদরের সরোজগঞ্জ টু হিজলগাড়ী সড়কের খাড়াগোদা চিত্রানদীর উপরে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ব্রিজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টার দিকে নতুন এ ব্রিজের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজি আলি আজগার টগর (এমপি)।

এ সময় এমপি টগর বলেন, দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। বর্তমান সরকার দেশে যে উন্নয়ন করেছে তা ইতিহাসে বিরল। এক যুগ আগেও এলাকার রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে যাওয়া যেতো না। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ ছিলো। ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন

করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। আজ ব্রিজ নির্মাণ কাজের উন্নয়নের মধ্যদিয়ে আপনাদের দীর্ঘদিনের কাক্ষিত স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। নির্মাণ করা হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ব্রিজ, কালভার্ট-সেতু। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বেড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য। বিএনপি জামায়াতের সময় দেশে কোন উন্নয়ন হয়নি। হয়নি মসজিদ নির্মাণ। প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা বাস্তবায়ন একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারকেই করতে দেখা গেছে।তাই আগামী নির্বাচনে জননেত্রীর নৌকায় ভোট দিয়ে পুনরায় জয়লাভ করার আহবান জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সেক্রেটারি সাইদ,গড়াইটুপি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাশেদুজ্জামান পলাশ,সেক্রেটারি ফারুক হোসেন চাঁন, ইউপি সদস্য হাফিজুর রহমান। আ লীগ নেতা ফাতরুজ্জামান মাস্টার, মিজানুর রহমান, জামির, আকিব, সাদেক, বসন্ত কুমার, মোস্তফা প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল ও সেলাই মেশিন বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ও তিতুদহ ইউনিয়নের অসহায় ও দু:স্থ নারী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা খাতের বরাদ্ধের অর্থায়নে একর্মসূচি বাস্তায়ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা-২

আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়ার সভাপতিত্বে হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠাণে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন স্বপন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সুযোগ্য সভাপতি সাইফুল আজম মিন্টু, সদর উপজেলা আ.লীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান টিপু, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদুল্লাহ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা কেরুজ সাবেক কর্মকর্তা শেখ শাহাব উদ্দিন, গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, আ.লীগ নেতা আব্দুল মতিন, আব্বাস আলী, ফাতুরুজ্জামান, হযরত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ. হান্নান ছোট, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মিল্টন বিশ্বাস, রাশিদুল হক, আওয়াল হোসেন, এনামুমুল হক, অপু সরকার প্রমুখ। বক্তব্য শেষে ইউনিয়ন দু’টির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবি শিক্ষার্থীদের মাধ্যে ১৫২টি বাইসাইকেল ও অসহায় দু:স্থ নারীদের মাঝে ৫২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক সফিকুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় উপজলার কুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষ অভাবে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হাজারো মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত উন্নয়ন চায় না, কখনো তারা চাইও নি। দেশ যখন উন্নয়নের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামায়াত আগুন সন্ত্রাসী শুরু করেছে। যখন নির্বাচন আসে তখন তাদের জ্বালা ধরে যায়। বিএনপি-জামায়াত আগামি নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে- সরকার মেগাপ্রকল্প সহ দেশের উন্নয়নের যে ভুমিকা রাখছে তা নিরুৎসাহ করতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক একরামুল হক বুলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার। শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ উপস্থাপনা করেন আব্দুল মালেক।

আলমডাঙ্গায় ৮৪ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ আটক-৪

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮৪ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে লালব্রীজ এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় পুলিশ ৪ জনকে আটক করেছে।
আটকৃতরা হলেন পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জের মৃত শাহ জাহানের ছেলে মিনারুল ইসলাম (২৮) কোর্টপাড়ার সফি মোল্লার ছেলে, রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা (৪১), শ্রীরামপুর গ্রামের আলম হোসেনের ছেলে সোহেল হোসেন (২৬) ও শ্রীরামপুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে শাকিল হোসেন (২০)।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,আলমডাঙ্গার লালব্রীজ সংলগ্ন হাটবোয়ালিয়া সড়কে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে এসআই (নিঃ) আশিকুল সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ এক মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে কামালাপুর গ্রামের হাফিজ মিয়ার সৃষ্টি ট্রেডার্স এর সামনে থেকে আসামী মিনারুল ইসলাম, রিয়াজ উদ্দিন মোল্লা, সোহেল হোসেন ও শাকিল হোসেন (২০)কে আটক করে। আটকের পর তাদের কাছ থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য ৮৪ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে অ্যাম্বুলেন্স বাই-সাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে স্কুলছাত্র নিহত

দ্রুতগতির অ্যাম্বুলেন্স ও বাই-সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের গোকুলখালি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিয়াম (১২) গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে চিৎলা ইউনিয়নের কয়রাডাঙ্গা গ্রামের জুমাত আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার দুপুরে গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বাই-সাইকেল যোগে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সিয়াম। এ সময় রাস্তা পারাপারের সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির অ্যাম্বুলেন্সের সাথে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্কুলছাত্র সিয়াম ছিটকে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে রক্তাক্ত জখম হয়।

স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে, পথেই সে মারা যায়। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী গোকুলখালি ব্রিজ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

হাঁপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান জানান, দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাইসাইকেল যোগে বাড়ি যাচ্ছিল সিয়াম। এসময় রাস্তা পারারের সময় অ্যাম্বুলেন্সের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এতে গুরুত্বর আহতাবস্থা স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত স্কুলছাত্রের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।